UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI code:19

10.2. E ‹ mj¢e:

শ্রীরূপ গোস্বামী

রূপ গোস্বামী ছিলেন, তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ রূপেস্বর ছিলেন গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী। ১৪৮৯ খ্রী: (অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ১৪৮৪ খ্রী:) রূপ গোস্বামীর জন্ম হয়। রূপের পিতা মুকুন্দদএবের পুত্র কুমারদেব, মাতার নাম রেবতী দেবী। মহাপ্রভু ১৫১৬ খ্রী: তাঁদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দইয়ে নামকরন করেন সনাতন, রূপ ও বল্লভ। সনাতন ও রূপ অল্পবয়সেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারন বুৎপত্তি লাভ করে কাব্য ব্যাকরন সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন।

সন্ন্যাক্ষস গ্রহনের কিছুদিন পরে চৈতন্যদেব ১৫১৩-১৪ খ্রী: সনাতন ও রূপের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে উভয় ভ্রাতার মনে বৈরাগ্য উদিত হয়। মহাপ্রভু তাঁর ধর্মপ্রচারের জন্য উভয়কে পরম সুহৃদয়ে se¡ae ও রূপ নামে অভিহিত করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ও ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীজীব তাঁর কাছে শাস্ত্র ও ধর্ম শিক্ষাগ্রহন করেন। তিনি শ্রীরূপের সমস্ত গ্রন্থের এবং বৈষ্ণবধর্মের বহু প্রমান্য গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখা প্রনয়ন করেছিলেন। 'উজ্জ্বলনীলমনির যে টীকা তিনি প্রনয়ন করেছিলেন তা' লোচনরোচনী নামে পরিচিত।

শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিত 'উ ‹্বলনীলমনিতে' শৃ‰ার রসকে নূতন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা প্রস‰ সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্রকেই অপ্রাকৃত পটভূমিকায় স্থাপন করে অলঙ্কার তত্ত্বকে নতূনভাবে উপস্থিত করেছেন।

10.2.1. নায়কভেদ প্রকরন:

গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলমনি গ্রন্থে নায়কভেদ প্রকরনে নায়ককে প্রধানত চারটি শ্রেনিতে বিভক্ত করেছেন- ধীরোদাও, ধীরশাপ্ত,ধীরললিত ও ধীরোদ্ধত নায়কের এই চারটি বিভাগ পূর্ন, পূর্নতর ও পূর্নতম ভেদে দ্বাদশ প্রকার। আবার এই দ্বাদশ নায়ক পতি ও উপপতি ভেদে চব্বিশ প্রকার। এছাড়া এই চব্বিশ প্রকার নায়ক অনুকূল, দক্ষিন, শঠ ও ধৃষ্ট এই চার প্রকৃতিভেদে ছিয়ানব্বই শ্রেনিতে বিভক্ত।

d£lN¢ma e¡uL: যে নায়কের চরিত্রগত- °hc‡, নবযৌবন সম্পন্ন, পরিহাসরসিকতা ও নিশ্চিত প্রকৃতির ...নাবলি থাকে তাকে ধীরগলিত নায়ক বলে,

যেমন- L¾cfz

d£ln¡¿: যে নায়ক স্বভাবে শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু, বিবেচক, ধার্মিক ও বিনয়াদি গুনযুক্ত তাকে ধীরশান্ত নায়ক বলে।

Ec¡qle- k¢d¢ùlz

ধরোদাও: HC S¡a£u e¡uL Nñ£l ¢heu£, r j¡n£m, cu¡m, pct ha, AqwL¡l ne£, NtNh, Ba£fa£u pÇfæ, pš...epÇfæ, বলশালী ও অপরাজেয়।

Ec¡qle- n£Lo·, lOe¡bz

ধীরোদ্ধত: যে নায়ক অপরের মঙ্গলে বিদ্বেষ পোষনকারী, অহংকারী, রোষস্বভাবযুক্ত, চঞ্চল, আত্মশ্লাঘাকারী অথচ ধীর তাকে ধীরোদ্ধত নায়ক বলে।

Ec¡qle- ভীমসেন।

এই চার প্রকার নায়ক আবার সম্বন্ধ ও সংযোগানুযায়ী দুইভাগে বিভক্ত-

L) f¢a

M) Eff¢a

f¢a: যে ব্যাক্তি শাস্ত্রমতে, বেদোক্ত বিধানুযায়ী কন্যার পানিগ্রহন করেন তাঁকে সেই কন্যার পতি বলা হয়। তিনি লৌকিক সমাজবিধানে সেই কন্যার কর্তার আসনে অধিষ্ঠিত। বলশালিতায় ভীস্মক রাজের পুত্র রুক্মিকে পরাজিত করে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীকে দ্বারকায় আনয়ন করে উৎসবের সঙ্গে পৌরমন্ডলের সম্মুখে তাঁর পানিগ্রহন করেন বলে তিনি বেদোক্ত বিধান অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ l¡¢LÈe¢l f¢az

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগ শৃঙ্গারে রত হন বলে তিনি রুক্মিনীর পতি।

Eff¢a: যে ব্যাক্তি আসক্তিবশত: ধর্ম উল্লঙ্ঘন করে পরকীয়া রমনীর প্রতি অণুরাগী হয় এবং ঐ রমনীর প্রেমই যার সর্বস্ব প্রেমের জন্য লোকভয়, ধর্মাধর্ম সবকিছুই অগ্রাহ্য করেন তিনিই উপপতি।

পতি ও উপপতি বৃত্তিভেদে নায়ক আর চার প্রকার-

L) AeLm

M) c¢re

N) nW

O) dø

AeLm: যে ব্যাক্তি বা নায়ক অন্য নারীর মোহ বা স্পৃহা পরিত্যাগ করে এক স্ত্রীতে অতিশয় আসক্ত তাকে অনুকূল নায়ক বলা quz

Ec¡qle- রামচন্দ্র যেমন সীতাতে অনুরক্ত। শ্রী কৃষ্ণের যেমন শ্রীরাধাতেই অনুকূলতা, তাঁকে অবলোকন করলে কখনো তাঁর অন্য স্ত্রী বিষয়ক প্রসঙ্গ তাঁর মনে উ¢ca qu e¡z

c¢re e¡uL: যে নায়ক প্রথমে এক স্ত্রীতে আসক্ত হয়ে কদাচিৎ অন্যনারীতে আসক্তি হলেও পূর্ব প্রনয়িনীর গৌরব, ভয়, দাক্ষিন্যাদি পরিত্যাগ করে না তাকেই দক্ষিন নায়ক বলা হয়। আবার অনেক নায়িকাতে যার সমানভাব এমন পুরুষকে দক্ষিন e¡uL hm¡ quz

nW: যে নায়ক সআমনে প্রিয়ভাষী অথচ পরোক্ষে অপ্রিয় কার্য করে এবং গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়, তাকে শঠ নায়ক বলা quz

dø: জে নায়ক অন্য যুবতীর ভোগ চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হলেও যে ব্যাক্তি ভয়হীন এবং মিথ্যা কথা বলতে অতিশয় দক্ষ তাকে dø hm¡ quz

Q¢lœNa ...e¡ek¡u£ e¡uL Q¡l fL¡l-

ক) ধীরোদাত্তানুকূল

M) h£ln¡ä¡eLm

N) d£lm¢ma¡eLm

ঘ) ধীরোদ্ধতানুকূল

ধীরোদাত্তানুকূল: যে নায়ক গভীর প্রকৃতিবিশিষ্ট বিনয়যুক্ত, ক্ষমাগুনশালী, দৃঢ়ব্রত, করুন, আআশ্লাযাবিহীন এবং উদয়চিত্ত ও উদারমনা তাকেই ধীরোদাত্ত অনুকূল নায়ক বলা হয়। একদিন রাধার চিন্তায় তন্ময় কৃষ্ণকে দেখে ললিতা দূর তেকে চিত্রাকে দেখিয়ে বলেছিলেন যে ব্রজে নীলোৎপল নয়না রমনীরা কটাক্ষকৌশলে কন্দপকলা নটীর প্রস্তাব দৃঢ়ব্রত কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করে, যাতে রাধার প্রেমব্রতে শৈথিল্য না ঘটে।

d£lm¢ma¡eLm: যে নায়ক রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি তিনি ধরললিতানুকূল নায়ক রূপে নির্দেশিত। তিনি প্রায় প্রেয়সীর বশীভূতা এবং তাঁর আনুকূল্য হয়ে থাকেন তাকে ধীরললিতানুকূল নায়ক বলা হয়। Nt AZl¡Nhna শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চিন্ততা দেখে তাঁর পিতামাতা তাঁকে কোনো ব্যবহার্য কর্মের দায়িত্ব দেয় না; তিনি নিরন্তর রাধার সঙ্গে ক্রীড়ায় যমুনাকূলবর্তী বনসমূহ অলঙ্কৃত করেন।

¢dInäeLm: যে নায়ক শান্তস্বভাববিশিষ্ট, ক্লেসহিষ্ণু, বিনয়াদিগুনসম্পন্ন, বিবেক নায়ক প্রেয়সী বা নায়িকার প্রতি প্রেমানুকূল ও একনিষ্ট হলে তিনি ধীর শান্তানুকূল, নায়করূপে অভিহিত হন। এই স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ ধীর, শান্ত, অনুকূল নায়ক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কৌশলে তাঁর প্রনয়াস্পদের সঙ্গে মিলিত হন, বিরুদ্ধ পরিবেশে অচঞ্চল ধৈর্যের পরিচয় দান করে তিনি প্রিয়ার চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হন তাকে ধীরশান্তানুকূল নায়ক বলা হয়।

বিশাখা একদিন শ্রীমতীকে 'মৃগাক্ষি' সম্বোধন করে বলেছিলেন যে সূর্যবন্দনার দলে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ব্রাহ্মনদশা ধারন করে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দৃষ্টি ক্ষমাগুনে পূর্ন, বাক্য বিনয়যুক্ত, ধীরোজ্জ্বল মূর্তি, n¡¿ J Ec¡l- ধীরশান্তানুকূল নায়কের বৈশিষ্ট্য।

ধীরোদ্ধতানুকূল: যে নায়ক মাৎসর্যযুক্ত, অহংকারী, মায়াবী, রোষাকরবশ, চঞ্চল, উদ্ধত, আত্মশ্লাযাকারী, অথচ প্রেমে অবিচলিত মানস, মুহূর্তের জন্য প্রিয়তমা ব্যতীত অন্য প্রমদাজনের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেন না। তিনি ধীরোদ্ধাতানুকূল নায়ক রূপে L£aa qez

শ্রীকৃষ্ণঝ ললিতাকে বলেছিলেন যে, রাই ব্যাতীত তিনি স্বপ্নেও অন্য প্রমাদজনের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। রাইয়ের প্রেমকেই তিনি প্রানধন রূপে জানেন।

প্রনয় বিষয়ে নায়কের পাঁচ প্রকারের সহায় বা সখা থাকে। নানা অবস্থায় এদের সাহচর্য নায়কের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। মধুর রসে নায়ক সহ¡u f¡Q fL¡l-

ক) চেটক

M) ¢hV

N) ¢hcoL

O) f£Wjc

P) ¢fuejpMz

চেটক: যে ব্যাক্তি সন্ধানী ও সুচতুর, যাঁর কার্যকলাপ প্রায় সকলের অজ্ঞাত, যিনি সদা রহস্যাবৃ, গূঢ়রূপে কার্যসন্ধানে দক্ষ, আলাপে ও বাকপটুতায় তীক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়দাতা, তাকে চেট সখা বা চেটক বলা হয়।

Ec¡qle- গোকুলে ভঙ্গুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের চেট সখা বা চেটক ছিলেন।

¢hV: যে ব্যাক্তি বেশ ভূষার উপাচার সম্পর্কে নিপুন; যিনি ধূর্ত, কুশল ও তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি কামতন্ত্র কলাবিদদ, বশীকরনে ও মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে গুনিপুন, পরিবার বর্গ যাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে না, তাকে বিট বলা হয়।

Ec¡qle: Ls¡l i¡la£hå fi¢a কতিপয় গোপ শ্রীকৃষ্ণের বিট সহায় ছিলেন।

¢hco: যে ব্যাক্তি ভোজনে অতিলোলুপ, কলহপ্রিয় এবং দৈহিক, অঙ্গভঙ্গিমা, বেশ ও বাক্যের বিকৃতি ঘটিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন, তাকে বিদূষক বলে।

Ec¡qle: jdj‰m "¢hc‡মাধব' নাটকের বিদূষক।

f£Wjc: যে ব্যাক্তি নায়ক তুল্য গুনবান হয়েও নায়কের অনুবর্তীকারী, তাকে পীঠমর্দ বলা হয়।

উদাহরন: কৃষ্ণসখা শ্রীদাম কৃষ্ণের পীঠমর্দ। নিজে অশেষ গুনরাশির অধিকারী হয়েও ব্রজলীলায় কৃষ্ণের পীঠমর্দ সহায় ছিলেন।

প্রিয়নর্ম্মসখ: অতিকায় রহস্যজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত লীলাসহায় এবং প্রনয়ীগনের মধ্যে অতিশয় প্রিয় তাকে প্রিয়নর্ম্মসখ বলা হয়। নায়কের প্রনয়জীবনে তাঁরা সাহায্য করেন এবং তাঁদের সাহায্যে রতিরম সম্ভোগের পথ সুগম ও মধুর হয়।

উদাহরন: গোকুলে সুবল এবং দ্বারকায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নর্মসখ।

10.2.1.q¢l¢fu¡ fLle: কৃষ্ণের মতো সুরম্য অঙ্গের অধিকারিনী সর্বগুনসম্পন্না, সর্বসুলক্ষনা পরম মাধুর্যময়ী ও রতিরসাস্বাদনে অধিকতর আনন্দদআনের কৌশলে যাঁদের করায়ও, তাঁরাই কৃষ্ণবল্লকভা বা হরিপ্রিয়া অভিধায় ভূষিত।
হরিপ্রিয়া তথা কৃষ্ণের সুযোগ্য নায়িকাদের দুটি শ্রেনিতে বিভক্ত করা যায়।
kb¡-
L) üL£u¡
M) fIL£u¡
পরকীয়া নায়িকাই শ্রেষ্ঠা।
স্বকীয়া ও পরকীয়া দুই ভেদ হয়।
পরকীয়া রতিশ্রেষ্ঠ রতিশাস্ত্রে কয়।
üL£u¡ e¡¢uL¡: যে নারী শাস্ত্রমতে পানিগ্রহনের বিধি অনুসারে পত্নীরূপে প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞানুবর্তিনী, পতিব্রতা ও পতিপ্রেমে অবিচলিতা, তাঁকে স্বকীয়া নায়িকা বলে।
Ec¡qle- I¡¢LÉe£z
১। স্বকীয়া নায়িকা শাস্ত্রসম্মত বিধিমতে পরিগৃহিতা।
২। বৃন্দাবনের ব্রজবালা যারা শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে পতিত্বে বরন করেছেন এবং পতিপ্রেমে ও ধর্মনিষ্ঠায় একাগ্রে তার জন্য তারাও স্বকীয়া নায়িকা বলে পরিচিত।
৩। গান্ধর্বরীতিতে যে ব্রজকুমারীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ স্বীকৃত, তাঁরা স্বকীয়া।
৪। যে সমস্ত নায়িকার সঙ্গে কৃষ্ণের মনোবিনিময় সম্পন্ন হয়েছে, কাম সম্পর্কগড়ে ওঠেনি, তারা স্বকীয়া নায়িকা রূপে বিবেচিত।
fIL£u¡ e¡¢uL¡: যে সব নায়িকা ধর্মমতে বা সামাজিক অধিকারে পত্নীরূপে স্বীকৃতা না হয়েও ইহকাল পরকালের ভয় না রেখে গভীর অনুরাগে দায়িত্বের নিকট আত্মসমর্পন করে, সেই নায়িকাকে পরকীয়া নায়িকা বলে।
fIL£u¡ e¡¢uL¡ cC fL¡I-
L) LeÉL¡
খ) পরোঢ়া
১। যে সব অবিবাহিতা বা কুমারী ব্রজবালা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমলীলায় রত হন, তাঁরা কন্যকা পরকীয়া নায়িকা। আবার কন্যকা পরকীয়া নায়িকাদের মধ্যে কাত্যায়নীর অর্চনা করে কৃষ্ণের দ্বারা যাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল, থাঁরা ধন্যা নায়িকা। উজ্জ্বলনীল মনি গ্রন্থের নায়িকা প্রকরনে এঁদের কৃষ্ণবল্লভা বা হরিপ্রিয়া বলা হয়েছে।
২। লৌকিকধর্মে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও যাঁরা গোপনে কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্তা ও পরম মাধুর্যরসে আনন্দদায়িনী, তাঁরা পরোঢ়া fIL£u¡z
পরোঢ়া নায়িকা তিনপ্রকার-
L) p¡defl¡
খ) দেবী
N) ¢eaÉ¢fu¡
সাধনপরা নায়িকা দুটি শ্রেনিতে বিভক্ত-
ক) যৌথিকী
খ) অযৌথিকী।
যৌথিকী: যে নায়িকা আপনজনের সঙ্গে সাধনরতা তাঁকে যৌতিকী বলা হয়। পূরান ও উপনিষদের মতভেদে যৌথিকী তিন প্রকার-
ক) পদ্মপুরান মতে
খ) বৃহৎবামন পুরান মতে
গ) উপনিষদ মতে

ক) পদ্মপুরান মতে: যে সমস্ দন্ডকারন্যবাসী রামের উপাসনা করতেন এবং রামের সৌন্দর্যদর্শনে মু‡ হয়েছিলেন, কিন্ Ai‡Ø লাভ করতে পারেননি, তাঁরা রতিভাবে উদবুদ্ধ হয়ে বৃন্দাবনে গোপীরূপে জন্মগ্রহন করে কৃষ্ণ প্রেমের রাগানুগা রতিরস আস্বাদন করেন, তাঁরাই যৌথিকী নায়িকা।

খ) বৃহৎবামনপুরান মতে: যে সমস্ত গোপী রসে উৎসবের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগযোগ্য দেহ প্রাপ্তা হন কিন্তু পতিগৃহে অবরুদ্ধ হওয়ায় আনন্দ সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হন। রতিসম্ভোগ বঞ্চিতা হলেও যাঁদের চিত্ত প্রেমের রসাস্বাদনে বঞ্চিত তাঁরাই যৌথিকী e¡‡uL¡z

গ) উপনিষদ মতে: গোপীভাগ্য দর্শন করে যাঁরা কৃষ্ণ প্রাপ্তির সাধনা করেন এবং সেই সাধনা বলে ব্রজধামে গোফি রূপে জন্মগ্রহন করে হরিপ্রিয়া হয়ে ওঠেন, তাঁরাই যৌথিকী নায়িকা। এঁরাই বল্লবী নামে অভিহিত।

অযৌথিকী: গোপীভাবের প্রতি অনুরাগিনী হয়ে যাঁরা সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং আগ্রহন ও উৎকণ্ঠাবশত যাঁদের রাগানুগা ভজনে গোপীভাব সিদ্ধ হয়, তাঁরাই অযৌথিকী নায়িকা। অযৌথিকী নায়িকা দুই প্রকার-

L) f¡Q‡e¡

M) eh‡e¡

প্রাচীনা অযৌথিকী নায়িকা: যে সমস্তচ অযৌথিকী নায়িকারা দীর্ঘকাল কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করে নিত্য প্রিয়াদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে প্রেমরস আস্বাদন করেন, তাঁদের প্রাচীনা অযৌথিকী নায়িকা বলে।

নবীনা অযৌথিকী নায়িকা: যে সমস্ত অযৌথিকী নায়িকারা দেবতা, মনুষ্য বা গন্ধর্ব রূপে জন্মগ্রহন করে ব্রজলীলার রসাস্বাদন করে তাদের নবীনা অযৌথিকী নায়িকা বলে।

দেবী: শ্রীকৃষ্ণ দেব যোনিতে জন্মগ্রহন করেন তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য যে সমস্ত নিত্যপ্রিয়া দেবীরূপে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহন করেন। তারাই দেবী অভিধায় ভূষিতা।

‡ea‡fu¡: যে সমস্ত পরোঢ়া নায়িকার রূপ ও রসানুভূতির যোগ্যতা শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য ছিল, তারাই নিত্যপ্রিয়া অভিধায় অভিষিক্ত। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেù ‡ea‡fu¡z

I¡d¡I kbq‡e pM¡ Q¡lSe- বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের আকাঙ্খা থাকায় এঁরা হরিপ্রিয়া বা কৃষ্ণবল্লভা fk¡ui š²z

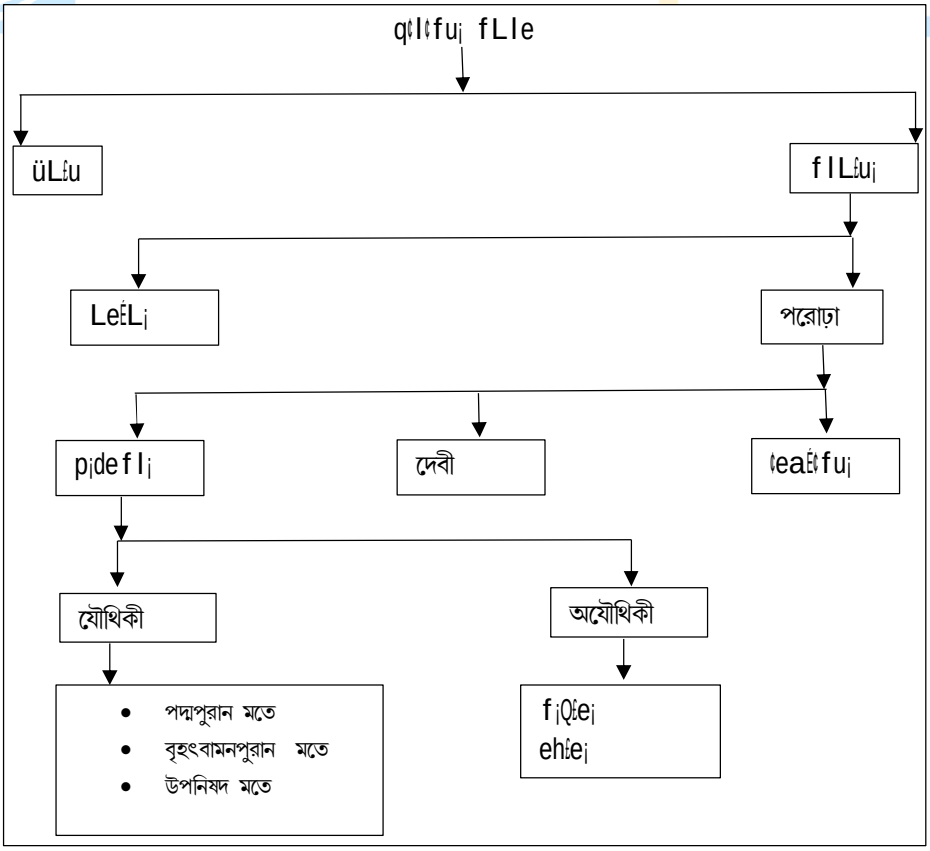

10.2.3. নায়িকাভেদ প্রকরন:

fd¡ea e¡tuL¡ ¢ae fL¡l

L) üL£u¡

M) flL£u¡

N) p¡d¡le£ h¡ p¡j¡eÉ¡

üL£u¡ J flL£u¡ e¡tuL¡ ¢ae fL¡l-

L) j‡¡

M) jdÉ¡

N) fNmi¡

j‡¡ e¡tuL¡: যে নায়িকার নবীন বয়স ও নব্য কাম, রতিবিষয়ে বাম্য সখীগনের অধীনতা। রতিচেষ্টাসমূহে অতিলজ্জা অথচ গোপনে প্রেমাস্পদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীলা, প্রিয়তমা অপরাধীহলে রাগ, অভিমান বা অপ্রিয় বচনে ভাৎর্সনা না করে কেবলই সজল নয়নে চেয়ে থাকে, তাঁকেই মু‡া নায়িকা বলে।

j‡¡ e¡tuL¡l °h¢nøÉ:

1) ehhu¡: অর্থাৎ বয়:সন্ধি পেরিয়ে যৌবনের আর্বিভাব ঘটে।

2) ehL¡j¡: অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে কবদর্প উৎসব রসের প্রস্তাবে মধুর লজ্জায় অবনতমুখী হয়ে আনন্দে মনমালা গাঁথতে মনযোগীনি quz

3) l¢ah¡j¡: অর্থাৎ যমুনাতীরে কৃষ্ণকে দেখে রতি বিষয়ে অনাগ্রহী রাধার পলায়ন উদ্যত qJu¡z

4) pM£hn¡: অর্থাৎ সখীর বশবর্তী হয়ে প্রনয় সম্ভোগে বিরত থাকা।

5) ph£s¡l¢a fka¡: রতি বিষয়ে আগ্রহী হলেও লজ্জাজনিত কারনে তা সম্ভোগে করতে না পারা।

৬) রোষ-কৃতবাস্পযৌনা: প্রেমিক অপরাধী হলে তাকে ভৎর্সনা না করে রোষবশে ক্রন্দন করা।

7) j¡e¢hjM£: প্রিয়তম অপরাধী হলেও মানিনী হতে না পারা।

8) jÜ£: মৃদুস্ববাবা, প্রিতমের প্রতি অভিমানিনী হলেও নিষ্ঠুর হতে না পারা।

9) Arj¡: প্রিয়তমের প্রতি ক্ষনকালের জন্যও মানে অক্ষম।

jdÉ¡: জে নায়িকার বনে মদন তুল্য, যিনি প্রকাশমান যৌবনে শ্লাখ্যা, যাঁহার বাক্য ইষৎ প্রগলভ, সুরত ব্যাপারে মূর্চ্ছা পর্যন্ত সমর্থ Hhw j¡ন বিষয়ে যিনি সময়বিশেষে মৃদু এবং অন্য সময়ে কখনো বা কর্কশা তাঁকেই রস শাস্ত্রে ‘মধ্যা‘ নায়িকা বলা হয়।

jdÉ¡ e¡tuL¡l °h¢nøÉ:

L) pj¡e m‹¡pce¡: eায়কের সতৃষ্ণ নেত্রপাতে লজ্জায় বদন অবনত করা আবার নায়ক অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপন করলে সরসিজ্জ নয়নে চেয়ে থাকে, লজ্জা ও রতিলিস্পার সমন্বয় সাধন।

খ) প্রদ্যোত্তারুন্যশালিনী: কামধনুনন্দিত ভ্রুভঙ্গি ও যৌবন সৌন্দর্যে চিত্তচাঞ্চল্যময়ী।

N) ¢L¢’v fNmihQe¡ h¡ fa£vfæj¢a: পরিস্থিতি অনুযায়ী সংকেতোক্তিতে বুদ্ধিমত্তায় পরিচয় দান।

ঘ) মোহান্ত সুরতক্ষমা: রতিক্লিষ্টা অথচ মূর্চ্ছিতা না হওয়া পর্যন্ত সুরত সম্ভোগে সক্ষমা।

ঙ) মানে কোমলা ও কর্কশা: মানবশে নায়িকা কখনো কোমলা কিছুতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকতে পারেন না।

LLn¡ j¡ejuÉ e¡tuL¡ ¢œhd-

L) d£l¡

M) Ad£l¡

N) d£l¡d£l¡

L) d£l¡: যে অভিমানিনী মধ্যা নায়িকা অপরাধী দয়িতকে উপহাসের সঙ্গে বক্রোক্তি করে, তাকে ধীরা বা ধীর মধ্যা নায়িকা বলে। উদাহরন: শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খন্ডিতা রাধা

M) Ad£l¡: যে অভিমানিনী নায়িকা রোষপরবশ হয়ে নিষ্ঠুর বাক্যে দয়িতাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে অধীরা বা অধীর মধ্যা নায়িকা বলে।

N) d£l¡d£l¡: যে অভিমানিনী নায়িকা অশ্রুতবিমোচন করে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি করে তাকে ধীরাধীরা দা ধীরধীর মধ্যা না¢uL¡ বলে।

fNmi¡: পূর্নযৌবনা, মাদান্ধা, বিবিধ ভাবোদগমে অভিজ্ঞা, প্রৌঢ়া নায়িকার মতো পটিয়সী, বনেকুশলা, প্রেমকৌশলে, অতিময় যত্নবতী, তীব্র অভিমানিনীব, বিপরীত রতিসম্ভোগে উৎসুক যে নায়িকা প্রেমাত্মক রসের দ্বারা বল্লভকে আক্রমন করে, তাঁকে প্রগলভা নায়িকা বলে।

fNmi¡ e¡¢uL¡l °h¢nøÉ:

- **ক) পূর্নযৌবনা:** পূর্ন তারুন্যের অমৃত সম্পদ উৎসারিত হয়।
- **M) j¡c¡å¡:** রিবংশা পরবশ হয়ে উন্মত্তবৎ আচরন করা।
- **গ) উরুরতোৎসুকা:** রতিক্রিয়ার অতিময় উৎসুক হয়ে নায়িকার নায়কের ভাব ধারন।
- **ঘ) ভূরিভাবোদগম-A¢i ‘¡:** প্রেমাস্পদকে দেখে নায়িকার চিত্তে একই সঙ্গে নানাবিধ ভাবের উদগম।
- **P) lp¡œ²¡¿hõi¡:** যে নায়িকা নায়ককে সর্বদা নিজের আজ্ঞানুবর্তী করে রাখে।
- **চ) সন্ততাশ্রাবাকেশবা:** যে নায়িকার নির্দেশানুসারে নায়ক চলতে আগ্রহন্বিত হয়।
- **R) ü¡d£e iaL¡:** Ù¡e-কাল অবস্থা বিশেষে নায়ক নিজে থেকেই যে নায়িকার নির্দেশানুবর্তী হয়।
- **জ) অতিপ্রৌঢ়রোক্তি:** পৌঢ়া অভিভাবিকার ন্যায় যে নায়িকা ভীতি প্রদর্শন করে ও নায়কের প্রতি শাসন বাক্য প্রয়োগ করে।
- **ঝ) অতিপ্রৌঢ় চেষ্টা:** এক প্রিয়তমা নায়িকার সম্মুখে অন্য এক প্রিয়তমা নায়িকার প্রশংসা করে তার চিত্তে সম্ভোগ লিপ্সা জাগিয়ে তুলে প্রনয় প্রতিদ্বন্দিতা উপভোগ করা নায়কের এক কুশলী প্রয়াস।
- **ঞ) মানে অত্যন্ত কর্কশা:** নায়কের করুন মিনতি ও খেদোক্তি সত্ত্বেও মানভঞ্জন না হওয়া।

j¡¢eeÉ fNmi¡ e¡¢uL¡ ¢ae fL¡l-

L) d£l fNmi¡

M) Ad£l fNmi¡

N) d£ld£l fNmi¡

- **d£l fNmi¡:** যে প্রগলভাস মানিনী নায়িকা আদরান্বিতা হলেও প্রেমত্মক আকার ইঙ্গিঃত সংগোপন করে নায়কের অনুরোধ এড়িয়ে যান এবং সুরত সম্ভোগে উদাসীন হন, তাকে ধীর প্রগলভা নায়িকা বলে।
- **Ad£l fNmi¡:** যে প্রগলভা মানিনী নায়িকা ক্রোধ ভরে নায়ককে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না ও তিরস্কার করেন, তাকে অধীর প্রগলভা বলে।
- **d£ld£l fNmi¡:** যে প্রগলভা মানিনী নায়িকা অশ্রুমোচন করে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি করে, তাকে ধীরধীর প্রগলভা বলে।

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাভেদে নায়িকা দুই প্রকার-

ক) জ্যেষ্ঠা নায়িকা

M) L¢eù¡ e¡¢uL¡

- **জ্যেষ্ঠা নায়িকা:** যে নায়িকা প্রতি নায়কের সমধিক প্রীতি তাকে তাকে জ্যেষ্ঠা বলে। জ্যেষ্ঠা দ্বিবিধ মধ্যাজ্যেষ্ঠা ও প্রগলভা জ্যেষ্ঠা।

- **L¢eù¡ e¡¢uL¡:** যে নায়িকার প্রতি নায়কের প্রীতি তুলনায় কম থাকে তাকে কনিষ্ঠা নায়িকা বলে। কনিষ্ঠা নায়িকা ¢ãhd jd£¡ L¢eù¡ J fNm i¡ L¢eù¡z

p¡d¡le¢ h¡ p¡j¡e£¡: যে নায়িকা কেবলমাত্র দ্রব্য বা অর্থ লাভের প্রত্যাশায় নির্গুন বা গুনবান নির্বিশেষে যে কোনো নায়কের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় রত হয়, তাকে সাধারনী বা সামান্য নায়িকা বলে।

e¡¢uL¡l Aù¡hÙ¡-

শ্রীরূপ গোস্বামীর তাঁর উজ্জ্বলনীলমনি গন্থে নায়িকার অষ্ঠাবস্তা বর্ননা করেছেন-

"A¢i p¡¢lL¡ h¡pLp‹¡ Bl EvL¢ãa¡,
M¢äa¡, ¢hœ²mì J Lmq¡¿¢la¡,
প্রোষিতভর্তৃকা আর স্বাধীনভর্তৃকা।
এই অষ্ট অবস্থাতে রহয়ে নায়িকা'

1z A¢i p¡¢lL¡: যে নায়িকা কান্ত অর্থাৎ নায়ককে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাঁকে অভিসারিকা বলা হয়।

A¢i p¡¢রকা দুপ্রকারের-

ক) জ্যোৎস্নাভিসারিকা

M) ajp¡¢i p¡¢lL¡

জ্যোৎস্না ও তমসী রাত্রে এরা তদনুরুপ বেশ ধারন করে।

2z h¡pLp¢‹L¡: কামক্রীড়ার সংকল্প করে যে নায়িকা নায়কের আগমন প্রতীক্ষায় তাঁর অভিলাষ অনুসারে কুঞ্জ ভবনে নিজেকে ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করে রাখে, থাকে বাসকসজ্জিকা বলা হয়।

3z EvL¢ãa¡ -

বহুক্ষন যাবৎ প্রিয়তম না এলে প্রতীক্ষারত নায়িকার চিত্ত উৎসুক হয়ে ওঠে, হৃদয়ের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় ও অকারনে চোখের জল মুছতে থাকে, তাকে উৎকণ্ঠিতা বলা হয়।

EvL¢ãa¡ e¡¢uL¡ BV fL¡l, kb¡ - উন্মাত্তা, বিকলা, স্তব্ধা, চকিতা, অচেতনতা, সুখোৎকণ্ঠিতা।

4z M¢äa¡ -

fa¢r¡la e¡¢uL¡l কাছে না এসে নায়ক অন্য নায়িকার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে সম্ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারন করে পরদিন প্রভাতে এসে উপস্থিত হলে সেই প্রতীক্ষারত নায়িকাকে খন্ডিতা বলা হয়।

5z ¢hfmì -

নির্দিষ্ট সংকেত করা সত্ত্বেও নায়ক সংকেত স্থানে না এলে মর্মাহত ও বেদনার্ত নায়িকাকে বিপ্রলব্ধ বলা হয়।

রসমঞ্জরীতে বিপ্রলব্ধ e¡¢uL¡ BV fL¡lz kb¡ - নির্কন্ধা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নিন্দিয়া, প্রখরা, দূত্যা ও চর্চিতা।

6z Lmq¡¿¢la¡ -

সখীদের উপস্থিতিতে পাদপতিত নায়ককে রোষ ভরে প্রত্যাখ্যান করে যে নায়িকা কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ করে; তাকে কলহান্তরিতা বলা quz

Lmq¡¿¢la¡ BV fL¡l - kb¡ - BNq¢ea¡, ধীরা, অধীরা, কোপবতী, সখ্যুক্তি²L¡, pj¡cl¡ J j‡¡z

7z প্রোষিতভর্তৃকা -

প্রিয়দয়িত দূর দেশে গেলে বিরহ বিধুরা যে নায়িকা দয়িতের পথ চেয়ে বসে থাকে, তাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে।

8z ü¡d¢eiaL¡ -

দয়িত যার অধীন হয়ে সর্বদাই আয়ত্তে থাকে, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়।

f¢a¡ðর দাসের রসমঞ্জরী অনুযায়ী স্বাধীনভর্তৃকা আট প্রকার। যথা - কোপনা, মালিনী, মধ্যা, মু‡া, উত্তমা, উল্লাসা, অনুকূলা ও অভিষেকা। প্রেমবশ হয়ে দয়িত যদি কোনো নায়িকাকে ক্ষনকালের জন্যও পরিত্যাগ করতে না পারেন, তবে সেই স্বাধীনভর্তৃকাকে মাধবী বলে।

q¡øj -

এই আট প্রকার নায়িকার মধ্যে তিন fL¡l e¡¢uL¡ q¡øj¡z kb¡ - স্বাধীনভর্তৃকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা। এরা সন্তুষ্টচিত্ত ও বেশভূষা j¢äaz

¢Mæ¡ -

বিপ্রলব্ধ, খন্ডিতা, কলহান্তরিকা, উৎকণ্ঠিতা ও প্রোষিতভর্তৃকা এই পাঁচ প্রকার নায়িকা খিন্না। এঁরা ব্যথিত ও সন্তপ্ত।

- প্রেমের তারতম্য অনুযায়ী এই অষ্ট নায়িকা তিনটি শ্রেনিতে বিভক্ত - kb¡ -

(L) Ešj¡
(M) jdÉj¡
(N) L¢eù¡

(L) Ešj¡ -

নায়কের প্রতি নায়িকা যদি সমভাবাপন্ন হয়, তবে সেই নায়িকাকে উত্তমা বলা হয়।

(M) jdÉj¡ -

দূরপনেয় মান যার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং দয়িতের আর্তি সত্ত্বেও যে দূরে সরে যায়, তাকে মধ্যমা বলা হয়।

(N) L¢eù¡ -

মিলন বিষয়ে j¿la¡l à¡l¡ e¡¢uL¡l e¡uL - প্রীতির স্বল্পতা সূচিত হলে সেই নায়িকাকে কনিষ্ঠা বলা হয়।

LeÉL¡ phc¡C j‡I হয়। এর কোন বিভাগ নেই। স্বকীয়া ৭, পরোঢ়া ৭ এবং কন্যকামু‡I ১ মিলে মোট নায়িকা প'cnz HC f'cn নায়িকার অভিসারাদি আটটি অবস্থাভেদে ১২০ টি শ্রেনিতে বিভক্ত। এই সব নায়িকা আবার উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠা ভেদে ৩৬০ প্রকার হয়। সুতরাং 'উজ্জ্বলনীলমনি' গ্রন্থ অনুসারে নায়িকা ৩৬০ প্রকারের হয়।

দূতীভেদ -

নায়কের যেমন প্রনয় বিষয়ে সহায় থাকে তেমনি নায়িকাদের দূতী থাকে।

পূর্বরাগাদি অবস্থায় নায়কের সঙ্গে (অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে) নায়িকাদির মিলন বিষয়ে প্রস্তাব বা বক্তব্য উপস্থাপনে যে সহায়তা করে তাকে দূতী বলে।

দূতী দু প্রকারের -

(L) üuwca£
(M) Bçca£

(L) üuwca£ -

অনুরাগে বিমোহিতা হয়ে স্বয়ং দয়িতের কাছে প্রস্তাব বা বক্তব্য উপস্থাপন করলে তাকে স্বয়ংদূতী বলে।

(M) Bçca£ -

যে দূতী প্রানান্তে বিশ্বাসভঙ্গ করে না, স্নেহশীলা ও বাক্যনিপুনা তাকে আçca£ hm¡ quz

Bçca£ ¢ae fL¡l - kb¡-

1z A¢ja¡b¡
2z ¢epø¡b¡
3z fœq¡l£z

10.2.4 - শৃঙ্গারভেদ প্রকরন

শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর বা উজ্জ্বল রসের দুটি বিভাগ -

(L) ¢hfmñ

(খ) সম্ভোগ

(L) ¢hfmñ n‰¡l -

নায়িকা ও নায়কের সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকৃষ্ট রূপে প্রকটিত হয়, তাকেই "¢hfmñ' hm¡ quz

¢hfmñ Q¡l fL¡l -

1z fhl¡N

2z j¡e

৩। প্রেম বৈচিত্র

4z fh¡p

1z fhl¡N -

মিলনের পূর্বে শ্রবণজনিত পূর্বরাগ ৫ প্রকার ও দর্শনজাত পূর্বরাগ ৩ প্রকার।

nhZS¢ea fhl¡N -

i) দূতীমুখে শ্রবণ

ii) pM¢মুখে শ্রবণ

iii) সঙ্গীতে শ্রবণ

iv) বংশীধ্বনিতে শ্রবণ

v) ভাটমুখে শ্রবণ

cneS¢ea fhl¡N -

i) p¡r¡v cne

ii চিত্রপটে দর্শন

iii) স্বপ্নে দর্শন

fhl¡N¢cl l¢a ¢œ¢hd -

(ক) প্রৌঢ়

(M) pj”p

(N) p¡d¡lez

(L) প্রৌঢ় রতি -

সমর্থ রতির স্বরূপকে প্রৌঢ় বলা হয়।

প্রৌঢ় পূর্বরাগে নায়িকার দশটি দশা। যথা -

i) m¡mp¡ - অভীষ্ট লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে জন্মে।

ii) উদ্বেগ - মনের চঞ্চলতার অপর নাম।

iii) S¡Nk¡ - নিদ্রাহীনতাকে জাগর্যা বলে।

iv) a¡eh - ae Lna¡l e¡j a¡ehz

v) Ssa¡ - ভালোমন্দের জ্ঞান লোপ পায়।

vi) hÉNa¡ - জল থেকে মাছ তুললে জলে ফেরার যে আকুতি, শ্যামের প্রতি রাধারও সেই আকুতিকেই ব্যগ্রতা বলা হয়।

vii) hÉ¡td - Ai£ø ¢pÜ e¡ qJu¡u hÉ¡tdl p¢ø quz

viii) Ee£¡c - লোকলজ্জা ভয়হীন ভাবে উন্মাদিনীর মতো ছুটে বেড়ানো।

ix) মোহ - প্রিয় দয়িতের জন্য মোহাবিষ্ট হয়ে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করায় বিবেক দংশনে জর্জরিত qJu¡z

x) ja£ - অভীষ্ট সিদ্ধ না হলে কন্দর্পবানের পীড়নে নায়িকা অনেক সময় মরনের উদ্যোগ করে।

(M) pj”p l¢a -

মিলনের পূর্বে নায়িকার চিত্তেযে উদ্দীপন সঞ্চারিত হয়, সেই ভাবরসকেই সমঞ্জস বলে।

সমঞ্জস পূর্বরাগের দশটি দশা -

i) A¢i m¡o
ii) ¢Q¿¡
iii) Øj¢a
iv) ...eL£ae
v) উদ্বেগ
vi) ¢hm¡f
vii) Ee£¡c
viii) hÉ¡td
ix) Ssa¡
x) j¢a

(N) p¡d¡le l¢a -

অতি কোমল কামতন্ত্র চিন্তাদিতে চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে না বলে এই রতিকে সাধারন রতি বলে। সাধারন রতির ৬টি দশা।

i) A¢i m¡o
ii) ¢Q¿¡
iii) Øj¢a
iv) ...eL£ae
v) উদ্বেগ
vi) ¢hm¡f

2) j¡e -

পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নায়ক - নায়িকার বাঞ্ছিত আলিঙ্গন, প্রনয় সম্ভাষন ও দৃষ্টিবিনিময় যে মনোভাবের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে মান বলে।

j¡e cC fL¡l - ক) সহেতু মান
খ) নির্হেতু মান

L) pহেতু মান -

যে খানে মনের কোন কারন বা হেতু থাকে, তাকে সহেতু মান বলে।

রুপ গোস্বামীর মতে সহেতুক মান দুই প্রকার - naj¡e
Ae¢aj¡e

naj¡e -

সখী বা শুকমুখে দয়িতের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকার রুপ ঐশ্বর্যের প্রশংসা শুনলে নায়িকাচিত্তেযে মান হয়, তাকে শ্রুত মান hm¡ quz

Ae¢ja j¡e -

Ae¢ja j¡e ¢ae fL¡l - ভোগাঙ্ক, গোত্রাস্খলন, স্বপ্নদর্শনজনিত মান।

M) নির্হেতু মান -

প্রনয়ের বিলাস জনিত বৈভবহেতু অকারনে নায়ক - নায়িকার চিত্তে যে মানের উৎসার ঘটায় তাকে নির্হেতু মান বলা হয়। নির্হেতু মান ত্রিবিধ - লঘু, মধ্য ও মহিষ্ট বা জ্যেষ্ঠ।

- **j¡ei”e -**

সহেতু মান ভঞ্জনের উপায় হল সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষ ও ভয়।

3) প্রেমবৈচিত্ত্য -

প্রেমের উৎকর্ষহেতু প্রিয়তমের কাছে থেকেও মনে যে বিচ্ছেদভাব জাগে, তাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। বৈচিত্ত্য শব্দের অর্থ ¢hqma¡ h¡ h¢¡Lma¡z

4) fh¡p -

মিলনের পর নায়ক - নায়িকার মধ্যে দেশান্তর জনিত ব্যবধান ঘটলে মনে যে শৃঙ্গার যোগ্য ব্যভিচার ভাবের উদয় হয়, তখন তাকে প্রবাস বলা হয়।

fh¡p cC fL¡l - L) h¢ÜfhL fh¡p
M) Ah¢ÜfhL fh¡pz

h¢ÜfhL fh¡p -

নিজ কার্যানুরোধে স্থানান্তরে গমনকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস দ্বিবিধ - ¢L¢’ŸI fh¡p J pcl fh¡pz

Ah¢ÜfhL fh¡p -

পরতন্ত্র বা পরের কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমনকে অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে। উদা - কংসনিধনের জন্য কৃষ্ণের মথুরা গমন।

- **সম্ভোগ শৃঙ্গার**

e¡uL - নায়িকার পারস্পরিক দর্শন ও আলিঙ্গনাদির অনুকূল পরিবেশ সংঘটিত হলে রতি আস্বাদনের অনির্বচনীয় উল্লাসকে সম্ভোগ বলা হয়।

সম্ভোগ দুই প্রকার -

i) মুখ্য সম্ভোগ
ii) গৌন সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগ -

জাগ্রত অবস্থায় দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আরোহমান উল্লাসভাবকে মুখ্যসম্ভোগ বলা হয়। মুখ্য সম্ভোগ চার fL¡lz

i) pwœrç
ii) p^¡e
iii) pÇfæ
iv) pj¢Üj¡ez

গৌন সম্ভোগ -

স্বপ্নে নায়কের সঙ্গে নায়িকার যে সম্ভোগরস আস্বাদন করে তাকে গৌন সম্ভোগ বা স্বপ্ন সম্ভোগ বলা হয়। মূখ্য সম্ভোগের মতো pwœrç, pwL¡e, pÇfæ J pj¢Üj¡e Q¡lfL¡l - উপভোগ্যতা অর্জন করেছে।

abÉ

- শ্রীরূপ গোস্বামীর দুটি গ্রন্থ -
  i) i¢š²lp¡ja¡¢på
  ii) E ‹ me¡mj¢e
- jdl l¢al 7¢V i¡N - প্রেম, স্নেহ, মান, প্রনয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব ও মহাভাব।

'প্রেম' হল প্রীতির মূল। প্রেমে হৃদয় দ্রবীভূত হলে দ্বিতীয় পর্যায় 'স্নেহ' উৎপন্ন হয়। হৃদয়ের প্রেমে ঔদাসীন্যজনিত আক্ষেপের ফলে 'মান' উৎপন্ন হয়। বিশ্বস্ততার দ্বারা প্রেম 'প্রনয়ে' পরিনত হয়। প্রমের বেদনা আনন্দে রূপান্তরিত হলে বলে 'রাগ'। প্রেম নব নব হৃদয়ে আলোড়িত হলে 'অনুরাগ'। গভীর অনুরাগের ফলে হৃদয়ে যা উপলব্ধ হয়, তা হল 'ভাব' বা 'মহাভাব'।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'উজ্জ্বলনীলমনি' কিরন নামে 'উজ্জ্বলনীলমনি' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন।

- 'Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal` গ্রন্থের রচয়িতা দীনেশচন্দ্র সেন।
- 'উজ্জ্বলনীলমনি' গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত।
- শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহন করেন এবং তাঁর তিরোধান হয় ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ২৯ শে জুন।
- মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহন করেন।